Semester-1. *Course-I*

History of Early India, from remote past to the end of the Vedic Polity

Unit-1; Historiography of early India - historical interpretations - imperialist vs school-leftist vs liberal school - secular vs religious school.

প্রশ্ন। প্রাচীন ভারতের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা।

উত্তর ① ব্রিটিশ তথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সমাজের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীরা ভারতের ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের যে প্রয়াস নেন তা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চা নামে খ্যাত।

(জাতীয়তাবাদী এতিহাসিককেরা প্রাচীন পুঁথি, লেখ, মুদ্রা ও অন্যান্য প্রামাণ্য উপাদানের উপর ভিত্তি করে সযত্নে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করেন। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা এবিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দক্ষিণ ভারতকে এই ইতিহাসের অঙ্গীভূত করা হয় এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য প্রগতি ঘটে। যুক্তিবাদী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র বেশ কিছু বৈদিক পুস্তিকা এবং "ইন্দো এরিয়ানস" শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহারাষ্ট্রে রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকার (১৮৩৭-১৯২৫) এবং বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে নামের দুই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক আবির্ভূত হন। ভান্ডারকার দাক্ষিণাত্যের সাতবাহনদের ইতিহাস ও বৈষ্ণবধর্ম ও অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর ইতিহাস রচনা করেন। সামাজিক সংস্কারক হিসেবে তিনি বিধবা বিবাহ প্রথাকে সর্মথন করেন এবং জাতিভেদ প্রথা ও বাল্য বিবাহের তীব্র সমালোচনা করেন। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে শাণিত আক্রমণ করেন। অন্যদিকে রাজওয়াড়ে মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংস্কৃত পান্ডুলিপি এবং মারাঠা ইতিহাসের উপাদান গ্রহণ করেন। (১৯২৬ সালে তিনি মারাঠি ভাষায় বিবাহ প্রথার ইতিহাস শীর্ষক অনবদ্য

ধ্রুপদী গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের মাধমে ভারতের বিবাহ প্রথার বিবর্তনের ইতিহাস তিনি তুলে ধরেন তাতে তাঁর অন্তরের দৃষ্টি ফুটে।
ওঠে। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পাওরঙ্গ বামন কানে (১৮৮০-১৯৭২) সামাজিক সংস্কারের এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত 'হিটি অব দা ধর্মশাস্ত্র'কে এক কথায় বলা যেতে পারে প্রাচীন আইন ও প্রথার বিশ্বকোষ, যা আমাদের প্রাচীন ভারতের সামাজিক প্রক্রিয়াকে জানতে সাহায্য করে।।

(ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চা প্রারম্ভিকভাবে সংস্কার দিয়ে শুরু হলেও কালক্রমে তা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ররূপ নেয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন চরম রূপ নিলে ভারতীয় রাজনীতিতেও চরমতা প্রকাশ পায় এবং সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। এর ফলে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চায় ভারতের ইতিহাসের নবরূপ দানের চেষ্টা করা হয়।
(জেমস মিলের কাল বিভাজনে প্রাচীন ভারতকে যেভাবে 'হিন্দুযুগ' আখ্যা দেওয়া হয়, সেই যুগকেই জাতীয়তাবাদীরা সমৃদ্ধি ও সন্তোষের যুগ হিসোবে চিহ্নিত করেন। ভারতীয় সমাজের অসাম্য আড়াল করে একে সামাজিক ঐক্য ও শান্তির এক আদর্শ মডেল রূপে চিত্রিত করা হয়। প্রাচীন ভারতের গুপ্ত যুগকে তই 'স্বর্ণযুগ' আখ্যা দেওয়া হয়।

(জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের একদল কঠোর পরিশ্রম করে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। এ বিষয়ে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকার (১৮৭৫-১৯৫০), হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (১৮৯২-১৯৫৭), ও রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৪-১৯৮০)। শিলালিপি বিশারদ ডি.আর ভান্ডারকার অশোক ও প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আরও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী। তিনি মহাভারতের যুদ্ধের পর পরীক্ষিতের সিংহাসনে আরোহণ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করেন। 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া' শীর্ষক এই গ্রন্থ ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৪-১৯৮০) জাতীয়তাবাদী এতিহাসিকদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইতিহাসের নানা শাখায় অবাধ বিচরণ করে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তার লেখায় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী উপাদান স্পষ্ট। ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে

'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব দ্য ইন্ডিয়ান পিপল' শিরোনামে প্রকাশিত বহুখণ্ডের ভারতের ইতিহাসের তিনি সাধারণ সম্পাদক। প্রাচীন ভারতের বেশির ভাগ লেখকই তাদের আলোচনায় দক্ষিণ ভারতকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী (১৮৯২-১৯৭৫) তাঁর 'A History of South India' গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের উপর আলোকপাত করেন। তবে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস নিয়ে তাঁর সাধারণ মন্তব্যের উপর অনেক পণ্ডিত প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর রচনায় ব্রাহ্মণদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিষয়টি ফুটে উঠেছে এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ঐক্যের কথা তিনি বলেছেন।

(জাতীয়তাবাদীদের ইতিহাস চর্চায় প্রাচীন ভারতের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত দাবি করা হয়, বিশেষ করে ১৯০৫ সালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর। ১৯০৯ সালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রকাশিত হবার পর তাঁর সঙ্গে বিসমার্কের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিগুলির তুলনা টানা হয়। অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত কৌটিল্যের মন্ত্রীপরিষদকে ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং কৌটিল্যের নরপতিত্বের আদর্শকে বলা হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সমতুল্য।

এ এস আলতেকর (১৮৯৮- ১৯৫৯) শক ও কুষাণ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার ব্যাপারে দেশীয় শাসকদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেন। তিনি ভুলে যান যে, মধ্য এশীয়ার মানুষের জীবন ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। আর প্রাচীন ভারতের গণরাজ্যগুলিকে এথেনীয় গণতন্ত্রের সমতুল্য আখ্যা দেওয়া হয় এই ধরণের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদীরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ভারতের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের কথা, যা আদায়ের জন্য এখন তারা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত। এইভাবে কে. পি. জয়সওয়ালের মতো ঐতিহাসিকেরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শগত পটভূমি রচনা করেছিলেন।
(ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে জাতীয়তাবাদীর প্রাচীন ভারতের অতীত গৌরবের কথা বলতে গিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জোর দিয়েছেন, যা পরবর্তীকালে ভারতের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চার জন্ম দেয়। তাই তাঁদের ইতিহাস চর্চায় ভারতের মিশ্র সংস্কৃতি ও বহু স্বরের আদর্শ উপেক্ষিত হয়েছে।